عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ -
مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا بَعَثَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا

مَتْنُ الْاَرْبَعِيْنَ النَّوَاوِيَّةِ فِى الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ النَّبَوِيَّةِ

সহীহ চল্লিশ হাদীস

মূল
শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া
ইবনে শরফ আন্ নাওয়াভী আদ্ দামেশ্কী
(রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

বঙ্গানুবাদ
অধ্যাপক সৈয়্যদ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
আল-আযহারী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ
اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيْهًا عَالِمًا

مَتْنُ الْاَرْبَعِيْنَ النَّوَاوِيَّةِ فِى
الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ النَّبَوِيَّةِ

মূলঃ
শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া
ইবনে শরফ আন্ নাওয়াভী আদ্ দামেস্কী
(রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) কর্তৃক
সংকলিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-আরবা'ঈন' বা

চল্লিশ হাদীস

বঙ্গানুবাদ
অধ্যাপক মাওলানা
সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনা
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,
e-mail:anjumantrust@yahoo.com,anjumantust@gmail.com
www.anjumantrust.org

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আল-আরবা'ঈন বা চল্লিশ হাদীস

[মাতনুল আরবা'ঈন আন্-নাওয়াভিয়াহ ফিল আহাদীসিস্ সহীহাতিন্ নবভিয়্যাহ্]

মূল

শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শরফ আন্ নাওয়াভী আদ্ দামেস্কী

[রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

বঙ্গানুবাদক

অধ্যাপক মাওলানা

সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল-আযহারী

অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

পরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম

সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

আলমগীর খানকাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল

১ মুহাররম, ১৪৩৯ হিজরী

৭ আশ্বিন, ১৪২৪ বাংলা

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ইংরেজি

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়াঃ ৫০ /- (পঞ্চাশ) টাকা

AL ARBA'EEN (Forty Hadiths), compliled by Sheikh Imam Muhiuddin Abu Zakaria Yahya Ibne Sharaf An Nawavi Addameshqi (Rahmatullahi Ta'aala Alahi), translated into Bangali by **Prof. Maulana Sayed Mohammad Jalal Uddin Al-Azhari**, edited by **Moulana Muhammad Abdul Mannan**, published by **Anjuman-e Rahmania Ahmadia Sunnia Trust**, Chittagong, Bangladesh. **Hadiah Tk. 50/- Only.**

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	অনুবাদকের কথা	০৬
০২.	চল্লিশ হাদীস	০৭
০৩.	চল্লিশ হাদীসের ফযীলত	০৭
০৪.	ইমাম নাওয়াভীর আরবা'ঈন (চল্লিশ হাদীস)	১২
০৫.	ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির জীবনী	১৩
০৬.	হাদীস শরীফ-১: সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর	১৮
০৭.	হাদীস শরীফ-২: হাদীস-ই জিব্রাঈল	১৯
০৮.	হাদীস শরীফ-৩: ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদ	২১
০৯.	হাদীস শরীফ-৪: মায়ের গর্ভে সন্তানের প্রথম একশ' বিশ দিন	২১
১০.	হাদীস শরীফ-৫: দ্বীনের অংশ নয় এমন কোন জিনিষ সংযুক্ত করলে তা প্রত্যাখ্যাত	২৩
১১.	হাদীস শরীফ-৬: হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট	২৩
১২.	হাদীস শরীফ-৭: দ্বীন হচ্ছে নসীহত	২৪
১৩.	হাদীস শরীফ-৮: পাঁচটি বিষয় অস্বীকার করার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা	২৫
১৪.	হাদীস শরীফ-৯: আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয়কে নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাকো	২৬
১৫.	হাদীস শরীফ-১০: আল্লাহ্ তা'আলা পাক পবিত্র। তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবূল করেন	২৬
১৬.	হাদীস শরীফ-১১: সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহ মুক্ত বিষয় গ্রহণ কর	২৭
১৭.	হাদীস শরীফ-১২: অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করা উত্তম ইসলাম	২৮
১৮.	হাদীস শরীফ-১৩ : মু'মিন তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে	২৮

১৯.	হাদীস শরীফ-১৪: তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া যাবে না	২৯
২০.	হাদীস শরীফ-১৫: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নিশ্চুপ থাকে	৩০
২১.	হাদীস শরীফ-১৬ : রাগ করো না	৩০
২২.	হাদীস শরীফ-১৭ : আল্লাহ্ সব বিষয়ে উত্তম পদ্ধতির বিধান করে দিয়েছেন	৩১
২৩.	হাদীস শরীফ-১৮ : মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো।	৩১
২৪.	হাদীস শরীফ-১৯ : আল্লাহর মর্যাদার সংরক্ষণ করো, তিনি তোমার সংরক্ষণ করবেন।	৩২
২৫.	হাদীস শরীফ-২০ : তোমার লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা হয় তা করতে পার	৩৩
২৬.	হাদীস শরীফ-২১ : বল, 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি', তারপর সেটার উপর অটল থাক	৩৪
২৭.	হাদীস শরীফ-২২ : নামায, রোযা পালন, হালাল ও হারামকে মান্য করলে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত	৩৫
২৮.	হাদীস শরীফ-২৩: পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক	৩৫
২৯.	হাদীস শরীফ-২৪: যুল্‌ম করা হারাম	৩৬
৩০.	হাদীস শরীফ-২৫: প্রত্যেক তাসবীহ্ সদক্বাহ্	৩৮
৩১.	হাদীস শরীফ-২৬: প্রত্যেক গ্রন্থিরও সদক্বাহ্ রয়েছে	৪০
৩২.	হাদীস শরীফ-২৭: নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র	৪০
৩৩.	হাদীস শরীফ-২৮: রসূলে করীম ও খোলাফা-ই রাশেদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধর	৪১
৩৪.	হাদীস শরীফ-২৯: এমন কাজ, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও দোযখ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে	৪২
৩৫.	হাদীস শরীফ-৩০: আল্লাহর ফরযগুলো অবশ্যই করণীয়; তাতে অবহেলা করা যাবে না	৪৪

৩৬.	হাদীস শরীফ-৩১: দুনিয়ার মোহ্ ত্যাগ কর, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন	৪৫
৩৭.	হাদীস শরীফ-৩২: ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও যাবে না	৪৬
৩৮.	হাদীস শরীফ-৩৩: দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর অস্বীকারকারীকে শপথ করতে হবে	৪৬
৩৯.	হাদীস শরীফ-৩৪: কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে প্রথমে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে	৪৭
৪০.	হাদীস শরীফ-৩৫: মুসলমান মুসলমানের ভাই	৪৮
৪১.	হাদীস শরীফ-৩৬: যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ ওই বান্দাকে সাহায্য করবেন	৪৯
৪২.	হাদীস শরীফ-৩৭: নিশ্চয় আল্লাহ্ ভাল ও মন্দ কাজগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন	৫০
৪৩.	হাদীস শরীফ-৩৮: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আল্লাহ্ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন	৫১
৪৪.	হাদীস শরীফ-৩৯: আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীমের খাতিরে তাঁর উম্মতের ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন	৫২
৪৫.	হাদীস শরীফ-৪০: দুনিয়াতে অপরিচিত ও মুসাফিরের মত হয়ে যাও	৫২
৪৬.	হাদীস শরীফ-৪১: কেউ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না নবী করীম যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুগত করবে না	৫৩
৪৭.	হাদীস শরীফ-৪২: গুনাহ্ যত বড় হোক না কেন, আল্লাহকে ডাকলে, তিনি ক্ষমা করে দেন।	৫৪

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে অগণিত শোকর ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরানী রওযা আক্বদাসে সালাত ও সালাম, যে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবের ওসীলায় ইমাম আন-নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'মাতনুল আরবা'ঈন আন্ নওয়াভিয়্যাহ্ ফিল আহাদীসিস সহীহাতিন নববিয়্যাহ' (ইমাম-নাওয়াভীর সংকলিত চল্লিশ হাদীস) বাংলায় অনুবাদ করার তৌফিক দান করেছেন।

হাদীস শরীফ মানব জাতির অমূল্য সম্পদ। বিশেষতঃ মুসলিম উম্মাহর জন্য আলোকবর্তিকা, তাদের ইহকাল ও পরকালের নাজাত বা মুক্তির ওসীলাহ্। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম জীবনাদর্শ জানতে হলে এবং জীবনের সকল স্তরে তা বাস্তবায়ন করতে হলে হাদীস শরীফের অধ্যয়ন অপরিহার্য। কেননা, মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের মাঝেই আমাদের জন্য উন্নততম ও সুন্দরতম আদর্শ রেখেছেন। এ আদর্শকে জানতে হলে হাদীসগ্রন্থ পড়তে হবে ও বুঝতে হবে।

হাদীসের জ্ঞানভাণ্ডার বিশাল। বছরের পর বছর অধ্যয়ন করেও এ বিরাট ও বিশাল ভান্ডার থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চয়ন করা কষ্টসাধ্য; কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উম্মতের জন্য বিষয়ভিত্তিক হাদীসসমূহ বিন্যস্থ করে উম্মতের জন্য বিরাট উপকারের ব্যবস্থা করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম জাযা দান করুন।

আ-মী-ন।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

চল্লিশ হাদীস

ইলমে হাদীসে পারদর্শী ইমামদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে শরফুদ্দীন আন-নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অতি পরিচিত নাম। চল্লিশ হাদীস বা আরবা'ঈনাত (الأربعينات) হল হাদীস শাস্ত্রের একটি উপশ্রেণী। নামানুসারে, এগুলো হলো এক বা একাধিক বিষয়ের উপর সংগৃহীত এবং সংকলনকারীর প্রয়োজন অনুসারে বাছাইকৃত চল্লিশটি হাদীস শরীফের সমাহার। চল্লিশ হাদীসের সংকলনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ইমাম আন-নাওয়াভীর চল্লিশ হাদীস সংকলন, যা ইসলামের মৌলিক ও আদর্শিক চল্লিশটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হাদীসের সমন্বয়ে বিন্যস্থ হয়েছে।

চল্লিশ হাদীসের ফযীলত

চল্লিশ হাদীসের ফাযায়েল সংক্রান্ত অনেক বর্ণনা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আলী ইবনে আবী তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ, মু'আয ইবনে জাবাল, আবুদ্ দারদা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক, আবূ হুরায়রা ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে প্রসিদ্ধ অনেক কিতাবে বিদ্যমান, ওইগুলো কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল:

فقد ذكر السيوطي – رحمه الله – في تفسيره وعزاه إلى أبي نعيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: « مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حديثًا يَنفَعُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِها، قِيلَ لَهُ: ادخُل مِن أيِّ أبوابِ الجَنَّةِ شِئتَ. » [1].

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি এমন চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, যা দ্বারা সে

---

[1]. انظر: الدر المنثور (266/7)، وانظر: الأربعون حديثًا، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (رقم 4).

উপকৃত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশ্‌তের যে দরজা দিয়ে চাও প্রবেশ কর।" [2]

وروى البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: « **مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربَعِينَ حديثا ما يَنْفَعُهُم مِن دِينِهِم، بُعِثَ يَومَ القِيامَةِ مِنَ العُلَماءِ، وفَضلُ العالِمِ عَلَى العابِدِ سَبعِينَ دَرَجَةً، اللَّهُ أَعلَمُ ما بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ** »[3].

হযরত আবূ হোরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি এমন চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, যা দ্বারা সে দ্বীনের ক্ষেত্রে উপকৃত হবে, ক্বিয়ামত দিবসে আলিম হিসেবে তার হাশর করা হবে, আর আলিমের মর্যাদা আবিদের চেয়ে সত্তর স্তর (গুণ) বেশী। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন উভয় স্তরের মধ্যকার ব্যবধান কতটুকু।"[4]

وروى الامام الرازي في فوائده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: « **مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربَعِينَ حديثا مِنَ السُّنَّةِ، كُنتُ لَهُ شَفِيعًا يَومَ القِيامَةِ** »[5].

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে অব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি সুন্নাহ সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে তার জন্য আমি ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশ করব।"[6]

وروى أيضا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: « **مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربَعِينَ حديثًا، بَعَثَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ فَقِيهًا عالِمًا** »[7].

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে

[2] দেখুন: আল-দুর আল-মানসূর (৭/২৬৬), চল্লিশ হাদীস, আবু আল কাসিম আলী বিন আল-হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ (নং ৪)।
[3] شعب الإيمان (2/ 270 رقم 1725)
[4] শুয়াবুল ঈমান, ২/২৭০, হা-১৭২৫
[5] الفوائد (141/2 رقم 1368)
[6] আল ফাওয়াইদ ২/১৪১, হা-১৩৬৮
[7] انظر: الفوائد لتمام الرازي (141/2 رقم 1369)

বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে তার ক্বিয়ামত দিবসে ফক্বীহ ও আলিম হিসাবে হাশর করা হবে।"[8]

وروى أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: « **مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربَعِينَ حديثًا مِن أمرِ دِينِها، بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، وكُنتُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ شافِعًا وشَهِيدًا** »[9].

অর্থ: হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি তার দ্বীন বিষয়ক চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, ক্বিয়ামত দিবসে ফক্বীহ হিসাবে তার হাশর করা হবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব।[10]

وروى أيضًا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «**مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أربَعِينَ حديثًا مِن أمرِ دِينِها، بَعَثَهُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةِ فَقِيهًا عالِمًا** »[11].

অর্থ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি তার দ্বীন বিষয়ক চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, ক্বিয়ামত দিবসে ফক্বীহ ও আলেম হিসাবে তার হাশর করা হবে।[12]

وروى أيضًا عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم «**من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من السنة كنت له شفيعًا يوم القيامة**»[13].

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে অব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে

[8] আল ফাওয়ায়িদ লি তামামির রাযী ২/১৪১, হা-১৩৬৯
[9] أربعون حديثًا (رقم 1)
[10] চল্লিশ হাদীস, নং-০১
[11] أربعون حديثًا (رقم 2)
[12] চল্লিশ হাদীস, নং-০২
[13] أربعون حديثًا (رقم 3) وانظر: الأربعون لأبي الحسن الطوسي (رقم 45) وفوائد تمام (رقم 1368)

বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি সুন্নাহ সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে তার জন্য আমি ক্বিয়ামত দিবসে সুপারিশ করব।"[14]

وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «**من حفظ على أمتي أربعين حديثًا مما يحتاجون إليه من الحلال والحرام كتبه الله فقيهًا عالمًا**»(15)

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার উম্মতের যে ব্যক্তি হালাল ও হারাম সংক্রান্ত চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করবে তাকে ফক্বীহ ও আলিম হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে।"[16]

এ ছাড়া আরও অনেক হাদীস সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বর্ণিত হয়েছে, হাদীসগুলো নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, কেউ কেউ এ

[14]. চল্লিশ হাদীস, নং-০৩, আবু আল-হাসান আল-তূসী (নং ৪৫) এবং আল ফাওয়ায়িদ লি তামামির রাযী ২/১৪১, হা নং ১৩৬৮)

[15]. شرف أصحاب الحديث (ص19) وانظر: الأربعين لأبي الحسن الطوسي (رقم 44) وفوائد تمام (رقم 1369).

আরও দেখুন:

قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَربَعِينَ حديثًا مِنَ السُّنَّةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَيهِم، كُنتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَومَ القِيَامَةِ.«

وَفِي لَفظٍ» - :مَن نَقَلَ عَنِّي إِلَى مَن لَم يَلحَقنِي مِن أُمَّتِي أَربَعِينَ حَدِيثًا، كُتِبَ فِي زُمرَةِ العُلَمَاءِ، وَحُشِرَ مِن جُملَةِ الشُّهَدَاءِ.«

عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» :مَن تَرَكَ أَربَعِينَ حَدِيثًا بَعدَ مَوتِهِ فَهُوَ رَفِيقِي فِي الجَنَّةِ.«

عَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» :مَن كَتَبَ أَربَعِينَ حَدِيثًا رَجَاءَ أَن يَغفِرَ اللهُ لَهُ غَفَرَ لَهُ وَأَعطَاهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِعَبَادَانَ وَعَسقَلَانَ.«

(رواه الحسن بن سفيان في "الأربعين"، وعنه المقدسي في آخر "أربعينه" (61/ 2) ، وتمام في "الفوائد" (209/ 2) ، وابن عدي (15/ 2) ، وأبو عبد الله الصاعدي في "الأربعين" (1/ 2) ، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (1/ 32/ 1) ، وأبو القاسم القشيري في "أربعينه" (151/ 1) ، وابن عبد البر في "الجامع" (1/ 44) ، والقاسم بن عساكر في "الأربعين البلدانية" (4/ 1) ، ومحمد ابن طولون في "الأربعين" (6/ 1) عن إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً).

[16]. শরফু আসহাবিল হাদীস, পৃ-১৯. চল্লিশ হাদীসঃ আবু আল-হাসান আল-তূসী, আল ফাওয়ায়িদ লি তামামির রাযী ২/১৪১, হা নং ১৩৬৯)

হাদীসগুলোকে দূর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ের উপরও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দূর্বল হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, তাই উপরোক্ত হাদীসগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

পাশাপাশি অন্যান্য সহীহ হাদীস শরীফসমূহ উপরোক্ত হাদীসগুলোকে সমর্থন করে, যেমন প্রায় বিশের অধিক সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের বর্ণনায় বিদ্যমান যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

نضَّرَ الله عبدًا سَمِعَ مقالتي فوعاها، فبَلَّغها مَن لم يَسْمعها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، ورُبَّ حامل فِقْه لا فِقْهَ له، نضَّرَ الله وجْهَ امرئ سَمِع مقالتي فحمَلها، فرُبَّ حاملِ فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، نضَّر الله امرأً سَمِع مقالتي فوَعاها وحَفِظها وبَلَّغها، فرُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه نضَّر الله عبدًا سَمِع مقالتي، فحَفِظها ووعَاها وأدَّاها، فرُبَّ حامل فِقْه غير فقيه، ورُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه، (17)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে সজীব রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবন করেছে এবং তা সংরক্ষণ ও হিফয করেছে, অতঃপর তা যারা শুনেনি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কিছু হাদীসের বাহক তা পৌঁছিয়ে দেবেন এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের নিকট যাঁরা হাদীসের বাহকের চেয়ে অধিক ফিক্বহ বা বুঝশক্তিসম্পন্ন, কেননা কিছু হাদীসের বাহক আছেন যাঁরা ফক্বীহ নন।"[18]

([17])أخرجها أحمد (4157)، والترمذي (2657)، وابن ماجه (232)، وابن أبي حاتم (1/ 1/9)، وأبو يعلى (5126، 5296)، وابن حبان (69)، والبيهقي في" المعرفة(1/ 3) "، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل6) "، (7، والخليلي في" الإرشاد(699 /2) "، وابن عبدالبر في" جامع بيان العلم " (1/ 40)، والخطيب في" الموضح (294 /2) "من رواية سماك وعبدالرحمن بن عابس، كلاهما عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، وإسناده حسنٌ.

[18]. আহমাদ (৪১৫৭), আল-তিরমিযী (২৬৫৭), ইবনে মাজাহ (২৩২), ইবনে আবি হাতিম (১/১/৯), আবু ইয়ালা (৫২৬, ৫২৬), ইবনে হিব্বান, (১/৪০) এবং আল খাতীব তাঁর আল মুওয়াদ্দাহ (২/২৯৪) প্রমুখ।

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ প্রদান পূর্বক এরশাদ করেন, لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ[19] (তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ ভাষণ অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেয়)।[20]

আন্-নাওয়াভীর চল্লিশ হাদীস

সুপ্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন 'রিয়াদ্বুস সালেহীন'-এর সংকলক ইমাম আন-নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির 'চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থখানা উম্মাতে মুসলিমার জন্য অনন্য উপহার। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তিনি বিষয়ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সংকলনটি অতি ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এতে নির্বাচিত হাদীসের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এ সংকলনকে শুরু থেকেই অতি জনপ্রিয় করে রেখেছে। এটি একটি বিখ্যাত মূলভাষ্য, যাতে বিভিন্ন বিষয়ে সনদ ব্যতীত মোট বিয়াল্লিশটি হাদীস রয়েছে। এর প্রতিটি হাদীসই দ্বীনের এক-একটি ভিত্তি স্বরূপ।

সারা বিশ্বময় এ গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য এ সংকলনটি বাংলায় অনুদিত হলো। যারা ইসলামকে জানতে ও বুঝতে চান তাদের জন্য হাদীসের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যকীয়। কারণ, ক্বোরআনের পরই হাদীস হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উৎস। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে কারো ধারণা পরিপূর্ণ ও নির্ভূল হতে হলে-হাদীসের জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়। আখিরাত-অনুরাগী প্রত্যেকের উচিৎ এ হাদীসগুলো জানা। কেননা, এগুলোতে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সকল সৎকাজের ইঙ্গিত।

19. كتاب العلم / باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب / حديث رقم 105
20. বুখারী, কিতাবুল ইলম, হা-১০৫)

আল্লামা ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনী

আল্লামা ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন, বিশ্বখ্যাত হাদীস গ্রন্থ 'রিয়াদ্বুস্ সালেহীন' এর রচয়িতা, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বহু গ্রন্থের লেখক, জগত বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ মুহিউদ্দিন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ আল নাওয়াভী আল দামেশক্বী। তাঁর ডাকনাম আবূ যাকারিয়া, মূলনাম ইয়াহ্ইয়া এবং লক্বব বা উপাধি 'মুহিউদ্দিন'।

৬৩১ হিজরীর ৫ই মুহাররামে তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেশক্বের নিকটবর্তী 'নাওয়া' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৭৬ হিজরীর রজব মাসে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

জীবন ও কর্ম

ইমাম নাওয়াভী দামেস্কের অধীন 'নাওয়া' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সে গ্রামেই তিনি লালিত পালিত হন। ইমাম নাওয়াভী মাত্র ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর জ্ঞান তিনি বিতরণ করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। ইমাম নাওয়াভী তাঁর জীবদ্দশায় এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তিনি উপাধি লাভ করেছিলেন 'মুহিউস সুন্নাহ' বা সুন্নাতের পুনর্জ্জীবিতকারী এবং 'মুহিউদ্ দ্বীন' তথা দ্বীনের পুনর্জীবনদাতা হিসেবে।

তাঁর শিক্ষা কার্যক্রম

শৈশব থেকেই এ মহান ব্যক্তি অত্যন্ত ভদ্র এবং শান্তশিষ্ট ছিলেন। কৈশোর কালেই মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ ক্বোরআন মজীদ হিফ্য করেন। তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি প্রগাঢ় অণুরাগ তাঁর শিক্ষকদেরকেও আকৃষ্ট করেছিল।

স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ক্বোরআন, হাদীস, নাহ্ভ, সারফ, মানতিক্ব, ফিক্বহ এবং উসূল আল-ফিক্বহ-এ বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন করেন।

তবে হাদীস এবং ফিক্বহ অধ্যয়নে তিনি আত্মার খোরাক ফিরে পেতেন। এ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের জন্য তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। যার ফলে তিনি একই সাথে জ্ঞানের উচ্চ শিখরে যেমন আরোহন করেছিলেন তেমনই উন্নত চরিত্র এবং তাক্বওয়াপূর্ণ অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হন।

সবচেয়ে অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে যে, তিনি ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি এসেছিলেন নিরক্ষর পরিবার থেকে। এ থেকে প্রমাণ হলো যে, জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করার জন্য শিক্ষাগত পটভূমি থাকা বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম নাওয়াভীর বাবা ছিলেন একজন দোকানদার, যিনি গ্রামে একটি ছোট দোকান চালাতেন। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির বসবাস ছিলো না নাওয়া গ্রামে।

ইমাম নাওয়াভী তাঁর বাবার কাছে অনুমতি চান দামেস্কে গিয়ে পড়ালেখা করার, যা ছিল তৎকালীন সময়ের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র। যেহেতু তিনি খুবই নিম্নবিত্ত পরিবারের ছিলেন, সেহেতু তাঁর বাবা চাচ্ছিলেন যে, তাঁর বড় ছেলে তাঁর সাথেই থাকুন ও তাঁকে তাঁর ব্যবসায় সহযোগিতা করুক।

ওই সময়ে ইমাম নাওয়াভী তাঁর সর্বোৎবকৃষ্ট চেষ্টা করেন তাঁর বাবাকে বুঝাতে এবং সেই সাথে ইসলাম নিয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হলেন না। যখন ইমাম নাওয়াভী ১৭-১৯ বয়স বছরে পদার্পণ করলেন, তখন তিনি তাঁর বাবার কাছে পুনরায় অনুমতি চাইলেন, তখন তাঁর বাবা তাঁকে অনুমতি দিলেন। কিছুদিন পর তিনি ইসলামের নানা বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করে তাঁর জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহের প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬৫১ হিজরীর দিকে তিনি দামেস্ক যান। দামেস্কে তিনি বিখ্যাত আর-রাওয়াইয়াহ মক্তবে (মাদরাসা বিশেষ) দুই বছর পড়ালেখা করেন এবং ওই সময়ে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যেও একজন আদর্শ রূপে আবির্ভূত হন। তিনি দিনে ১২টি বিষয় পড়তেন, যেখানে অন্যান্য ছাত্ররা ৪-৫টা বিষয় পড়তো। তাঁর ছাত্ররা বর্ণনা করেন যে, ওই সময় তিনি দু'বছর ধরে বালিশ

ব্যবহার করেননি। কারণ তিনি ঘুমের চেয়ে জ্ঞানার্জনকে বেশী অগ্রাধিকার দিতেন।

দু'বছর পর তিনি পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন তাঁর বাবার সাথে, সেই সময় মক্কা মুকাররমা শুধু আধ্যাত্মিক রাজধানী ছিলো না, ওই সাথে ছিলো বিভিন্ন জ্ঞানীদের পদচারণায় মুখর।

যখন ইমাম নাওয়াভী দামেস্কে ফিরে আসেন তখন তিনি আবার চার বছর পড়াশুনা করেন। এটা বেশ অবাক করার ব্যাপার যে, তিনি ওই চার বছরে এতটাই শিখেছিলেন যে, তিনি নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবার যোগ্যতায় উপনীত করেন।

তাঁর সফলতার রহস্য

তাঁর জীবনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁকে সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহন করাতে সক্ষম হয়, যেমন-জ্ঞানের জন্য সফর, উচ্চমানের শিক্ষালয়ে পড়ালেখা, শিক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা, অধিক সংখ্যক বিষয়ে পঠন, ইত্যাদি।

তাঁর অন্যতম গুণ, যা আল্লাহ তাঁকে দিয়েছিলেন, তা'হল-কাজের প্রতি আন্তরিকতা, বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখার যোগ্যতা। আমরা যা সারা জীবনে লিখতে পারতাম তা তিনি অর্জন করেছিলেন এক বছরে।

তিনি প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অত্যন্ত সাধারণ খাবারের অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর জীবন ধারণে খুবই সহজ সরল ছিলেন, তিনি মোটা কাপড় পড়তেন এবং সমগ্র জীবনটাই কৃচ্ছতা সাধনায় অতিবাহিত করেন। এ কারণে তিনি সকলের কাছেই ছিলেন সম্মানের এবং শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি সম্মান, পদ এবং অর্থের প্রতি বিমুখ ছিলেন। কারো থেকে কোন দান গ্রহণ করতেন না। তাঁর কাজের জন্য কোনরূপ বিনিময় নিতে অস্বীকার করেন, সারা জীবন তিনি ইসলামী জ্ঞানের প্রচার এবং প্রসারে আর আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে কাটান। তিনি সবসময় রাতের নামায বা ক্বিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদ পড়তেন, প্রায়ই রোযা রাখতেন ও যিকরে মগ্ন থাকতেন।

তাঁর ঘরটি ছিলো বইয়ে পরিপূণ। তাঁর অসংখ্য ছাত্রও ছিল, তাঁর ছাত্ররা এসে ঘরে বসার জায়গা পেত না। তিনি জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে এতবেশী

বিভোর ছিলেন যে, বিবাহ করার প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেন নি। তাঁর ছাত্ররা একদিন প্রশ্ন করলেন, "শায়খ! আপনি অনেক সুন্নাহ পালন করেন কিন্তু একটি ছাড়া (বিবাহ) এমনটি কেন?" তখন ইমাম নাওয়াভী বলেন, "আমার ভয় হয় যে, আমি এ সুন্নাহ পালন করতে গিয়ে আরেকটি পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ব কিনা!" অর্থাৎ স্ত্রীর হক্ব যথাযথভাবে আদায় করতে পারবো কিনা।

তাঁর রচনাবলী

ইমাম নাওয়াভী হাদীস, ফিক্বহ, শাফে'ঈ ফিক্বহ, আরবী ভাষা প্রভৃতিতে ছিলেন অসাধারণ। এ সকল বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তৎমধ্যে ইমাম নাওয়াভীর চল্লিশ হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন, আল মাজমূ' (যেটাকে মনে করা হয় শাফে'ঈ মাযহাবের সবেচয়ে বড় কিতাব) ইত্যাদি। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাবের নাম পেশ করা হলঃ

1. شرح صحيح مسلم للإمام النووي (الطبعة المصرية بالأزهر)
2. كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار ، طبعة دار المنهاج
3. كتاب الأربعون النووية ، طبعة دار المنهاج
4. كتاب جزء فيه ذكر ما يجب اعتقاده عند علماء السلف في الحروف والأصوات
5. كتاب بستان العارفين ، طبعة دار البشائر
6. كتاب الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
7. كتاب تصحيح التنبيه
8. روضة الطالبين ، طبعة دار عالم المكتبات
9. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ، تحقيق ماهر الفحل
10. التبيان في آداب حملة القرآن، طبعة دار المزيد
11. طبقات الفقهاء الشافعية
12. الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني
13. المجموع شرح المهذب، طبعة مكتبة الإرشاد
14. تهذيب الأسماء واللغات ، طبعة دار الكتب العلمية
15. تهذيب السيرة النبوية ، طبعة دار الوطن الرياض
16. كتاب التحقيق
17. الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ، طبعة مكتبة العلوم العصرية
18. منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، طبعة دار المنهاج
19. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير
20. إرشاد طلاب الحقائق لمعرفة سنن خير الخلائق

21. كتاب الأصول والضوابط
22. تحرير لغات التنبيه ويليه وجوب تخميس الغنيمة ويليه الأصول والضوابط
23. خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام،طبعة مؤسسة الرسالة
24. دقائق المنهاج
25. الإشارات إلى ما وقع في الروضة من الأسماء والمعاني واللغات
26. كتاب آداب الاستسقاء
27. رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل، طبعة دار النوادر
28. كتاب المقاصد
29. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
30. كتاب منسك النساء

ওফাত

তিনি আল-কুদ্স (জেরুজালেম)চলে যান এবং সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষা দান করেন। যখন তিনি দামেস্কে ফিরে আসেন তখন থেকে তিনি প্রায় দুই মাস ধরে অসুস্থতায় ভুগেন। তারপর আরও অসুস্থ হতে থাকেন এবং তিনি তাঁর নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। হিজরী ৬৭৬ সালে ২৪শে রজব, শনিবার ৪৫-৪৬ বছর বয়সে ইন্তেক্বাল করেন।

ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, "তিনি এমন তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অর্জন করতে পেরেছিলেন যে, তন্মধ্যে যদি কারও মধ্যে একটিও থাকত, তবে যে কেউ ইমাম হতে পারতেনঃ ১. যুহদ ২. বৃত্তি ৩. অন্যায়ের প্রতিরোধ ও সত্য বলার সাহসিকতা ইত্যাদি।

আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতের আ'লা মক্বাম দান করুক, আ-মী-ন।

---0---

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

।। এক ।।

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

(رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِيْنَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيم بن الْمُغِيرَة بن بَرْدِزْبَه الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ -رقم:1 ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بن مُسْلِم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ -رقم: 1907 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي "صَحِيحَيْهِمَا" اللَّذِينِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.)

১। হযরত আমীরুল মুমিনীন আবূ হাফস্ ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আ-লিহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করবে, তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্য হবে অথবা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হবে, তার হিজরত সে জন্য বিবেচিত হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।" [21]

[21] - সহীহ্ আল-বুখারী: ১, সহীহ্ মুসলিম: ১৯০৭। মুহাদ্দিসগণের দুই ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু ইব্রাহীম ইবনু মুগীরা ইবনু বারদেযবাহ্ আল-বুখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম

।। দুই ।।

حديث جبرائيل

হাদীসে জিবরাঈল

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ" بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ". (رَوَاهُ مسلم رقم: 8)

২। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন, যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তার মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতেও পারে নি। লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তাঁর হাঁটু মুবারকের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত উভয় রানের রেখে বললেন, "হে (আল্লাহর প্রিয় রাসূল হযরত) মুহাম্মাদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

ইবনু হাজ্জাজ ইবনু মুসলিম আল-কুশায়রী আন্-নিশাপুরী আপন আপন সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা সবচেয়ে সহীহ্ গ্রন্থদ্বয় বলে বিবেচিত হয়।

করলেন: "ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানে রোযা করবে এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ করবে।" তিনি (লোকটি) বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন"। আমরা বিস্মিত হলাম, লোকটি নিজে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করছেন আবার নিজেই তার জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছেন। এরপর বললেন, "আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।" তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "তা হচ্ছে এই- আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনা এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনা।"

আগন্তুক বললেন: "আপনি ঠিক বলেছেন"। তারপর বললেন: "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।" তিনি এরশাদ করলেন, "তা হচ্ছে এই- তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে (এ বিশ্বাস রাখ যে,) তিনি তোমাকে দেখছেন।" আগন্তুক বললেন, "আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বলুন।" তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।" আগন্তুক বললেন, "আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুন।"

তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "তা হচ্ছে এই- দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদে দম্ভ করবে।" তারপর ওই ব্যক্তি চলে যান, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, "হে ওমর, প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান?" আমি বললাম, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক ভাল জানেন।" তিনি বললেন, "তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছেন।" [22]

[২২] - সহীহ্ মুসলিম: ৮

।। তিন ।।

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ
পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

৩। হযরত আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর ইবনুল-খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে, আর তা হচ্ছে, এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, ১. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত আদায় করা, ৪. আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং ৫. রমাদানের সওম পালন করা।"[23]

।। চার ।।

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا...
মায়ের গর্ভে প্রথম একশ' বিশ দিন

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم -وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ-: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؛ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

[২৩] - বুখারী: ৮, মুসলিম: ২১

إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (".رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

৪। হযরত আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, তিনি আমাদের উদ্দেশে এরশাদ করেন, তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবৎ শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হতে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন গোশতপিণ্ড রূপে থাকে, তারপর তার কাছে ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়- তার রুজি, বয়স, আমল এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান হয়ে মারা যাবে তা। অতএব, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই, তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর মত কাজ করে [24] এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জাহান্নামবাসীর মত কাজ শুরু করে এবং এর ফলে তাতে সে প্রবেশ করে এবং তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয়- এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার লিখন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জান্নাতবাসীদের মত কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ করে। [25]

[24] - অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কাজটি সবার নিকট জান্নাতবাসীদের কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতের কাজ করেনি। কারণ, তার ঈমান ও ইখলাসের মধ্যে কোথাও কোন ঘাটতি ছিল।

[25] - বুখারী: ৩২০৮, মুসলিম: ২৬৪৩

।। পাঁচ ।।

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . ")

৫। হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে, যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে (অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না)।[26]

মুসলিমের বর্ণনার ভাষা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে)।

।। ছয় ।।

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، الْحَرَامُ بَيِّنٌ
হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ،

[26] - বুখারী: ২৬৯৭, মুসলিম: ১৭১৮

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

৬। হযরত আবূ আব্দিল্লাহ্ নু'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যা অনেকে জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দেহ পূর্ণ বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে, সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে, সে হারামে পতিত হয়েছে। তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি) চরায়, আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, যে কোন সময় কোন পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে।

সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর হারামকৃত বিষয়াদি। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড আছে; যখন তা ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায় -এটা হচ্ছে ক্বলব (হৃদপিণ্ড)।[27]

।। সাত ।।

الدِّينُ النَّصِيحَةُ
দ্বীন হচ্ছে নসীহত

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه و سلم قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭। হযরত আবূ রুক্বাইয়্যা তামীম ইবনে আওস আদ্-দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি

[27] - বুখারী: ৫২, মুসলিম: ১৫৯৯

ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: দ্বীন হচ্ছে নসীহত (শুভকামনা)। আমরা জিজ্ঞেস করলাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ্, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলমানদের ইমামদের এবং সকল মুসলিমের জন্য। [28]

।। আট ।।

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
পাঁচটি বিষয়কে অস্বীকারকারীর
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

৮। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর তারা সালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে, অবশ্য ইসলামের হক যদি তা দাবী করে তবে আলাদা কথা; আর তাদের হিসাব নেয়া আল্লাহর বদান্যতার দায়িত্বে। [29]

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[28] - মুসলিম: ৫৫
[29] - বুখারী: ২৫, মুসলিম: ২২

।। নয় ।।

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ
আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

৯। হযরত আবূ হুরায়রা আব্দুর রহমান ইবনে সাখর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি: আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে বেশী বেশী প্রশ্ন করা আর তাদের নবীগণের সাথে মতবিরোধ করা।[30]

।। দশ ।।

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
আল্লাহ্ তা'আলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবূল করে থাকেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[30] - বুখারীঃ ৭২৮৮, মুসলিমঃ ১৩৩৭

১০। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

আল্লাহ্ তা'আলা পাক-পবিত্র, তাই তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই কবূল করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের ওই কাজই করার হুকুম দিয়েছেন যা করার হুকুম তিনি তাঁর প্রিয় রাসূলদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: (হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং নেক আমল করুন।) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন: (হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে আহার কর।)

তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলোবালিতে ময়লা হয়ে গেছে। অতঃপর সে নিজের দুই হাত আসমানের দিকে তুলে ধরে মুনাজাত করে ও বলে: হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে; এ অবস্থায় কেমন করে তার দো'আ কবূল হতে পারে?[31]

।। এগার ।।

دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ
সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ".(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - رقم:2520، وَالنَّسَائِيُّ: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

[31] - মুসলিমঃ ১০১৫, এ হাদীস শরীফ থেকে হাত তুলে মুনাজাত করার দলীল সাব্যস্ত হয়।

১১। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ কথা শুনে স্মরণ রেখেছি: "সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর।"[32]

।। বার ।।

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই উত্তম ইসলাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ".(حَدِيثٌ حَسَنٌ، رواه التِّرْمِذِيُّ - رقم: 2318 ، ابن ماجه رقم:3976)

১২। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলামের পরিচায়ক।" [33]

।। তের ।।

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

মুমিন ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করা যা নিজের জন্য পছন্দ করে

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -رقم:13، وَمُسْلِمٌ -رقم:45. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ)

[32] -তিরমিযী: ২৫২০, নাসায়ী: ৫৭১১, আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।
[33] - হাদীসটি হাসান। তিরমিযী: ২৩১৮, ইবনু মাজাহ: ৩৯৭৬

১৩। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হযরত আবূ হামযাহ্ আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" [34]

।। চৌদ্দ ।।

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলিমের রক্তপাত করা (মৃত্যুদন্ড দেওয়া) বৈধ নয়

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ)

১৪। হযরত ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "কোন মুসলিমের রক্তপাত করা (মৃত্যুদন্ড দেয়া) তিনটি কারণ ব্যতীত বৈধ নয়- বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, আর যদি প্রাণের বদলে প্রাণ নিতে হয়। আর যদি কেউ স্বীয় দ্বীনকে পরিত্যাগ করে মুসলিম জামা'আত হতে আলাদা হয়ে যায়।"[35]

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[34] - বুখারী: ১৩, মুসলিম: ৪৫
[35] - বুখারী: ৬৮৭৮, মুসলিম: ১৬৭৬

।। পনের ।।

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে, তার উচিত হল উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ)

১৫। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত হলো উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত আপন অতিথির সমাদর করা।"[36]

।। ষোল ।।

لَا تَغْضَبْ

রাগ করো না

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم: أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ" . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

১৬। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত- এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে আরয করল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "রাগ করো না।" লোকটি বার বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপদেশ চায় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "রাগ করো না।" [37]

[৩৬] - বুখারীঃ ৬০১৮, মুসলিমঃ ৪৭
[৩৭] - বুখারী: ৬১১৬

।। সতের ।।

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে ইহসান তথা উত্তম পদ্ধতির বিধান করে দিয়েছেন

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

১৭। হযরত আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত জিনিস উত্তম পদ্ধতিতে করার বিধান করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি হত্যা করবে (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি), তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে আর যখন তুমি যবেহ্ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবেহ্ করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারালো করে নেয়া উচিত ও যে জন্তুকে যবেহ্ করা হবে তার কষ্ট লাঘব করা উচিত।[38]

।। আঠার ।।

خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - رقم:1987 وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ).

[৩৮] - মুসলিম: ১৯৫৫

১৮। হযরত আবূ যার জুনদুব ইবনে জুনাদাহ্ এবং আবূ আব্দুর রহমান মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে; আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। [39]

।। উনিশ ।।

احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ

আল্লাহকে সংরক্ষণ কর তিনিও তোমাকে সংরক্ষণ করবেন

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامِ! إِنِّي أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْك، احْفَظْ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَك، إذَا سَأَلْت فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بِاَللهِ، وُاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوك بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك؛ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ" . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم:2516] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أمامك، تَعَرَّفْ إلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْك فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَك، وَمَا أَصَابَك لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَك، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا."

১৯। হযরত আবূ আব্বাস আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন- একদিন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা

[39] - তিরমিযী: ১৯৮৭, এবং (তিরমিযী) বলেছেন যে, এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোন কোন সংকলনে এটাকে হাসান সহীহ্ বলা হয়েছে।

'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম, তিনি আমাকে বললেন: "হে যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাবো- আল্লাহকে সংরক্ষণ করবে,[40] তিনি তোমাকে সংরক্ষণ করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সামনেই পাবে (অর্থাৎ, তাঁর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে)। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে; যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রেখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে।"[41]

তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে: "আল্লাহকে স্মরণ করলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রেখো- যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আরো জেনে রাখো- ধৈর্য ধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।"

।। বিশ ।।

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পার

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم "إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

[40] - আল্লাহ্কে সংরক্ষণ করার অর্থ, আল্লাহ্র তাওহীদ ও অধিকার সংরক্ষণ। আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ ও শরী'আতের বিধি-বিধানের সীমারেখা সংরক্ষণ।

[41] - তিরমিযী: ২৫১৬, হাদীসটি সহীহ্ (হাসান) বলেছেন।

২০। হযরত ইবনে মাস'উদ উকবাহ্ ইবনে আমর আল-আনসারী আল-বদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ যা জানতে পেরেছে তৎমধ্যে অন্যতম হল, "যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পার।" (42)

।। একুশ ।।

قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ
বল- 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'
তারপর এর উপর অটল থাক

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ" . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২১। হযরত আবূ আমর, যাঁকে আবূ আমরাহ্ও বলা হয়- সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন- আমি আরয করলাম: হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইকা ওয়া আলিকা ওয়াসাল্লাম! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন: বল- 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি'; তারপর এর উপর দৃঢ় থাক।"(43)

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

৪২ - বুখারী: ৩৪৮৩
৪৩ - মুসলিম: ৩৮

।। বাইশ ।।

إِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتَ رَمَضَانَ
যদি আমি ফরয নামায আদায় করি ও রমযানে রোযা রাখি...

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২২। হযরত আবূ আব্দুল্লাহ্ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, হালালকে হালাল বলে এবং হারামকে হারাম বলে মানি ও ঘোষণা করি, আর এর বেশী কিছু না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি বললেন, "হাঁ।" (44)

।। তেইশ ।।

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ -أَوْ: تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪ - মুসলিম: ১৫

২৩। হযরত আবূ মালেক আল-হারেস ইবনে আসেম আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক; আল-হামদুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) [বলা] পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদুলিল্লাহ্ (আল্লাহ্ কতই পবিত্র! এবং সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য) [বললে] উভয়ে অথবা এর একটি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী খালিস্থান পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলো, সাদক্বা হচ্ছে প্রমাণ, সবর উজ্জ্বল আলো, আর ক্বোরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল-প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে- আর তা হয় তাকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়।"[45]

।। চব্বিশ ।।

قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي
আল্লাহ্ তাআলা বলেন: হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে নিয়েছি

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُه بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُه، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُه، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُه، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى

[45] - মুসলিম: ২২৩

أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَه، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ". (رواه مسلم)

২৪। হযরত আবূ যর আল-গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন: "হে আমার বান্দাগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি; অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে অন্ন দান করেছি, সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গুনাহ্ করছ, আর আমি তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কখনোই আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনোই আমার ভালো করার ক্ষমতা রাখ না যে, আমার ভালো করবে।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোত্তাক্বী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না।

"হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী ও তোমাদের পরবর্তী সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্য গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত।" (46)

।। পঁচিশ ।।

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً
প্রত্যেক তাসবীহ্ সদক্বাহ্

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا

[46] - মুসলিম: ২৫৭৭

أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ". (رواه مسلم).

২৫। হযরত আবূ যর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লামের কতেক সাহাবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা যে রকম নামায পড়ি তারাও সেরকম নামায পড়ে, আমরা যেরকম রোযা রাখি তারাও সেরকম রোযা রাখে, কিন্তু তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদক্বাহ্ করে।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ কি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রাখেননি যে, তোমরা সদক্বাহ্ দিতে পার, প্রত্যেক তাসবীহ্ (সুবহা-নাল্লাহ্ বলা) হচ্ছে সদক্বাহ্, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) হচ্ছে সদক্বাহ্, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্ বলা) হচ্ছে সদক্বাহ্, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলা) হচ্ছে সদক্বাহ্, প্রত্যেক ভালো কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে সদক্বাহ্ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সদক্বাহ্। আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হচ্ছে সদক্বাহ্।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্ক্ষা সহকারে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে, তাতেও কি সাওয়াব হবে? তিনি বলেন: তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গোনাহ্গার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ওই কাজ বৈধভাবে করে তখন সে তার জন্য প্রতিফল ও সাওয়াব পাবে।" (47)

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[47] - মুসলিম: ১০০৬

।। ছাব্বিশ ।।

كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির রয়েছে সদক্বাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

২৬। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "প্রত্যেহ যখন সূর্য উঠে তখন মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক গ্রন্থির সদক্বাহ্ দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দু'জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সদক্বাহ্, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সদক্বাহ্, ভাল কথা হচ্ছে সদক্বাহ্, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সদক্বাহ্ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সদক্বাহ্।"[48]

।। সাতাশ ।।

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ
নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِك، وَكَرِهْت أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (رواه مسلم).

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ؟ قُلْت: نَعَمْ. فَقَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبَك،

[48] - বুখারী: ২৯৮৯, মুসলিম: ১০০৯

الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاك النَّاسُ وَأَفْتَوْك". (حديث حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل -رقم: 227/4. والدارمي -246/2 بإسناد حسن.)

২৭। হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "উত্তম চরিত্র হচ্ছে নেকী, আর গোনাহ্ তাকে বলে যা তোমার মনকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে এবং তা লোকে জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।" [49]

হযরত ওয়াবেসা ইবনে মা'বাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি একবার রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলে তিনি আমাকে বললেন: "তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি আরয করলাম: "জী হাঁ।" এরশাদ করলেন: "নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর; যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকী, আর গুনাহ্ হচ্ছে তা, যা তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে যদিও লোক (তার পক্ষে) ফাতাওয়া দিয়ে দেয় তবুও।" [50]

।। আঠাশ ।।

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ

[49] - মুসলিম: ২৫৫৩

[50] - এটি হচ্ছে হাসান হাদীস যা আমি দুই ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল ও আদ্-দারেমীর মুসনাদ থেকে উৎকৃষ্ট সনদে উদ্ধৃত করেছি।

بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ".

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، والتِّرْمِذِيُّ -رقم:266 وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ).

২৮। হযরত আবূ নাজীহ্ আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে পানি এসে যায়।

আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদেরকে অসীয়ত করুন। তিনি এরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে অসীয়ত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়ত করছি; যদি কোন গোলামও তোমাদের শাসক হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের পদ্ধতি অনুসরণ করে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে রাখ; আর অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক, কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদ'আত, (তৎমধ্যে) প্রত্যেক (মন্দ বা সাইয়্যেয়াহ) বিদ'আত হচ্ছে গোমরাহী এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।"[51]

।। উনত্রিশ ।।

عَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ

এমন কাজ যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ

[51] - আবূ দাউদ(৪৬০৭) ও তিরমিযী(২৬৬) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা সহীহ্ (হাসান) হাদীস।

لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: " تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " حَتَّى بَلَغَ "يَعْمَلُونَ"،[32 سورة السجدة / الأيتان : 16 و 17]

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -رقم:2616 وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ).

২৯। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইকা ওয়া আলিকা ওয়াসাল্লাম! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি এরশাদ করলেন: তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্য খুবই সহজ আল্লাহ্ যার জন্য সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমযানে রোযা রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর।

তারপর তিনি এরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা সমূহের প্রতি পথ নির্দেশ করবনা? (আর তা হলো) রোযা হচ্ছে ঢাল, সদক্বাহ্ গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোন ব্যক্তির গভীর রাতের নামায।

তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হতে يَعْمَلُونَ পর্যন্ত। যার অর্থ হলো: তারা শয্যা পরিত্যাগ করে তাদের রবের ভয়ে ও আশায় ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তাদের কর্মের জন্য যে চক্ষু শীতলকারী প্রতিফল রক্ষিত আছে তা তাদের কেউই জানে না। [সূরা আস্-সাজদাহ: ১৬-১৭]

তিনি আবার এরশাদ করলেন: আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া সম্পর্কে বলবো কি? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ করলেন: কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।

তারপর তিনি এরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার মাধ্যম বা পদ্ধতি বলবো না? আমি নিবেদন করি: হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তখন তিনি নিজের জিহ্বা মুবারক ধরে বললেন, "এটাকে সংযত কর।"

আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তারও হিসাব হবে কি? তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মু'আয! জিহ্বার উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে?" (52)

।। ত্রিশ ।।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا

আল্লাহ্ তা'আলা ফরযসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং তাতে অবহেলা করো না

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا". (حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ "فِي سننه" 184/4، وَغَيْرُهُ.)

৩০। হযরত আবূ সা'লাবাহ্ আল-খুশানী জুরসূম ইবনে নাশির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ফরযসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন, সুতরাং তাতে

[৫২] - তিরমিযী: ২৬১৬ এবং তিনি বলেছেন: এটা হাসান (সহীহ্) হাদীস।

তোমরা অবহেলা করো না। তিনি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সুতরাং তা লঙ্ঘন করো না এবং কিছু জিনিস হারাম করেছেন, সুতরাং তা অমান্য করো না। আর তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন- তোমাদের জন্য রহমত হিসেবে; ভুলে গিয়ে নয়-সুতরাং সেসব বিষয়ে বেশী অনুসন্ধান করো না।"(53)

।। একত্রিশ ।।

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ

দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: "ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ" (حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ رقم:4102، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ)

৩১। হযরত আবূল আব্বাস সাহল ইবনু সা'দ আস্-সা'ইদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা করলে আল্লাহ্ আমাকে ভালবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসবে।

তখন তিনি এরশাদ করেন, দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।" (54)

[৫৩] - হাদীসটি হাসান (সহীহ্), আদ্-দারা কুতনী: 8/১৮8 ও অন্যান্য কয়েকজন বর্ণনা করেছেন।

[৫৪] - ইবনু মাজাহ্: 8১০২

।। বত্রিশ ।।

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

ক্ষতি করাও যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও যাবে না

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة -رَاجِع رقم:2341، وَالدَّارَقُطْنِيّ -رقم:228/4، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ -746/2 فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.)

৩২। হযরত আবূ সা'ঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: "ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।" (55)

।। তেত্রিশ ।।

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর অস্বীকারকারীকে শপথ করতে হবে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" . حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "السُّنَن"، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ."

৩৩। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম

৫৫ - হাদীসটি হাসান। এটিকে ইবনু মাজাহ (দেখুন হাদীস নং: ২৩৪১), আদ্-দারা-কুতনী (হাদীস নং: ৪/২২৮) এবং অন্যান্যগণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে (হাদীস নং: ২/৭৪৬) একে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদের মধ্যে যে আমর ইবনু ইয়াহ্ইয়া নিজের পিতা হতে যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি আবূ সাঈদকে বাদ দিয়েছেন। তবে হাদীসটির আরও বহু বর্ণনায় এসেছে যার একটি অপরটির দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে।

এরশাদ করেন: যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবী অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয় তাহলে তারা অন্যের সম্পদ ও জীবন দাবী করে বসবে। তবে নিয়ম হচ্ছে দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে।(56)

।। চৌত্রিশ ।।

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৪। হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান।" (57)

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

৫৬ - এ হাদীসটি হাসান। এটাকে বায়হাকী ও অন্যান্যগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর কিছু অংশ সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ।

৫৭ - মুসলিম: ৪৯

।। পঁয়ত্রিশ ।।

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
মুসলমান মুসলমানের ভাই

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ" . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্য নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না, একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে- এখানে, এ বলে তিনি নিজের বরকতময় বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্য এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে, সে আপন মুসলিম ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।[58]

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[58] - মুসলিম: ২৫৬৪

।। ছত্রিশ ।।

اَللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ ওই বান্দাকে সাহায্য করবেন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهذَا اللفظ)

৩৬। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিনের দুঃখ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দা আপন ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ওই বান্দাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য কোন রাস্তা গ্রহণ করে, তার ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেবেন। যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে, রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফিরিশ্তাগণ তাদের ঘিরে থাকবে আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে প্রচার করবেন যারা তাঁর কাছে

সদা উপস্থিত ও বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার আমলের কারণে পিছিয়ে পড়বে, তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। (59)

।। সাঁইত্রিশ ।।

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ভাল ও মন্দ কাজকে লিখে রেখেছেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، فِي "صَحِيحَيْهِمَا" بِهَذِهِ الْحُرُوفِ.

৩৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরম বরকতময় ও মহিমান্বিত রব হতে বর্ণনা করেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দ কাজকে লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন: যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারে না, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লিখেন; আর দৃঢ় সংকল্প করার পর যদি সে তা সম্পন্ন করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কুদরতের দপ্তরে তার জন্য দশ থেকে সাতশ' পর্যন্ত নেকী বরং তার চেয়েও বেশী নেকী লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এর বিপরীত, যদি কারো মন্দ কাজের বাসনা জাগে কিন্তু তা কাজে পরিণত না করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; কিন্তু যদি সে তার কামনা বাসনাকে কাজে পরিণত করে, তবে তার জন্য একটি মন্দ কাজ লেখেন। (60)

---

৫৯ - মুসলিম: ২৬৬৯

৬০ - বুখারী: ৬৪৯১, মুসলিম: ১৩১

।। আটত্রিশ ।।

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

যে ব্যক্তি আমার ওলীর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৩৮। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর (ওলী) সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি তার উপর যা ফরয করেছি আমার বান্দা তা ব্যতীত অন্য কোন পছন্দসই জিনিস দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালবাসতে থাকি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে স্পর্শ করে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দেই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। (61)

---

৬১ - বুখারী: ৬৫০২।

।। উনচল্লিশ ।।

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
আমার খাতিরে আল্লাহ্ আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" .
(حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة -رقم:2045، وَالْبَيْهَقِيّ في"السنن" 7).

৩৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: আমার ওসীলায় ও আমার সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার সে কাজও যা সে করতে বাধ্য হয়েছে।[62]

।। চল্লিশ ।।

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ
দুনিয়াতে অপরিচিত অথবা ভ্রমণকারী মুসাফিরের মত হয়ে যাও

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

[62] - এ হাদীসটি হাসান। ইবনু মাজাহ (নং-২০৪৫), বায়হাকী (সুনান, হাদীস নং-৭) ও আরো অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪০। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমার কাঁধ ধরে বললেন: দুনিয়াতে অপরিচিত অথবা ভ্রমণকারী মুসাফিরের মত হয়ে যাও।
ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলতেন, সন্ধ্যা বেলায় উপনীত হলে সকালের অপেক্ষা করো না। আর সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। অসুস্থতার জন্য সুস্থতাকে কাজে লাগাও, আর মৃত্যুর জন্য জীবিত অবস্থা থেকে (পাথেয়) সংগ্রহ করে নাও।[63]

।। একচল্লিশ ।।

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুগত হয়ে যায়

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ".(حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ "الْحُجَّةِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ).

৪১। হযরত আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুগত না হয়ে যায়।[64]

[63] - বুখারী: ৬৪১৬
[64] - হাদীসটি হাসান। এটাকে আমি কিতাবুল হুজ্জাহ্ থেকে সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেছি।

।। বিয়াল্লিশ ।।

إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَك
যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমা প্রত্যাশা করবে, আমি ক্ষমা করে দেব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ مِنْك وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَك، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّك لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً" . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَقَم:3540، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.)

৪২। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তাআ'লা 'আলাইহি ওয়া আ-লিহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) প্রত্যাশা করবে, তোমার যা-ই প্রকাশ হোক না কেন, আমি তা ক্ষমা করে দেব, আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ্ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে (আখিরাতে) আমার সাথে সাক্ষাত কর, তাহলে আমি তোমাকে সমপরিমাণ ক্ষমা দ্বারা কৃপা করবো।[65]

সমাপ্ত

৬৫ - তিরমিযী (নং-৩৫৪০) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

Sunnipedia.blogspot.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
৩২১, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২, ২৮৬৩৮৩৭, ২৮৫৫৯৬ E-mail: anjumantrust@yahoo.com/anjumantrust@gmail.com
website: www.anjumantrust.org